Academy PG

Asian Journal of Arts and Social Sciences
Volume: I, Issue: I, pp. 08-13, February 2026
E-ISSN: 0000-0000
Available online at: www.academypg.org

AJASS

Original Research

জহির রায়হানের গল্পে রাজনৈতিক প্রতিবাদ: ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

মো: সাজ্জাদ হোসেন
বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Corresponding Author: মো: সাজ্জাদ হোসেন
Email: mdsazzadna1997@gmail.com
Received: 26/November/ 2025. **Revised**: 19/January/2026.
Accepted: 07/February/2026. **Published**: 12/February/2026.

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে জহির রায়হানের অবস্থান মূলত এক রাজনৈতিক প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৫২- ১৯৭১) পর্যন্ত উপনিবেশিক ও পরাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার দমন–বঞ্চনা, সামরিক শাসন, মধ্যবিত্তের সংকট এবং জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন তাঁর কথাসাহিত্যে বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । ব্যক্তিজীবনে ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ, গণঅভ্যুত্থানে সম্পৃক্ততা এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর সাহিত্যকর্মের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । এই প্রবন্ধে নির্বাচিত কিছু গল্প বিশেষত "একুশের গল্প", "ম্যাসাকার", "পোস্টার" ইত্যাদি পাঠের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা অন্বেষণ করা হয়েছে। সঙ্গে নেওয়া হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ "*সূর্যগ্রহণ*" , উপন্যাস ও চলচ্চিত্রিক কাজ (জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড) এর প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত, যাতে বোঝা যায় কীভাবে মধ্যবিত্ত–নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর লেখায় রাজনৈতিক ন্যারেটিভে রূপান্তরিত হয়। প্রবন্ধটি মূলত একটি রিভিউ-ধর্মী পাঠ-বিশ্লেষণ, যা বিদ্যমান সমালোচনা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জহির রায়হানের রাজনৈতিক গল্পধারার একটি সমন্বিত মূল্যায়ন পেশ করার চেষ্টা করেছে।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় / মূল পয়েন্টসমূহ

জহির রায়হান ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কে গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় রাষ্ট্রের দমননীতি, সামরিক শাসন, গণহত্যা ও সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে "প্রতিরোধের ন্যারেটিভ" ও সাবঅল্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ, শক্তিশালী প্রতীক (যেমন শহীদের কঙ্কাল, পোস্টার, গণহত্যার ইমেজ) ও মানবিক সংবেদন মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলো বাঙালির ভাষা ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের এক ধরনের সমান্তরাল ইতিহাস তৈরি করেছে।

Abstract

Zahir Raihan is known in Bangla literature and film mainly as a strong political voice of protest. In his stories, the oppression and deprivation of a colonial and undemocratic state, military rule, the struggles of the middle class, and the dream of national freedom from the Language Movement to the Liberation War (1952–1971) appear in many layered ways. His active role in the Language Movement, his involvement in mass uprisings, and his film work during the Liberation War are all closely linked to the political consciousness in his writing. This article studies a set of selected stories, especially "Ekusher Galpo", "Massacre", and "Poster", to trace how political protest runs continuously from the Language Movement to the Liberation War. It also uses examples from his short story collection *Suryagrahan*, his novels, and his films (*Jibon Theke Neya*, *Stop Genocide*) to show how the experiences of middle- and lower-middle-class life are turned into political narratives in his work. Overall, this is a review-type textual analysis that, using existing criticism and historical context, tries to offer a combined assessment of Zahir Raihan's political storytelling.

মূল শব্দ--জহির রায়হান, একুশের গল্প, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনৈতিক প্রতিবাদ, মধ্যবিত্ত সংকট

১.ভূমিকা

 © 2026, AJASS All Rights Reserved

বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের পথে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ দুটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যা একই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার ভিন্ন ভিন্ন পর্ব (Kabir, 2023)। রাষ্ট্রভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ১৯৫২ সালের সংগ্রাম ক্রমে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে উপনীত হয়।

এই দীর্ঘ সংগ্রাম শুধু ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এর একটি সমান্তরাল দলিল নির্মিত হয়েছে (Kabir, 2023)। কবিতা, উপন্যাস, নাটকের পাশাপাশি ছোটগল্পেও ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিত প্রখরভাবে উপস্থিত। কিন্তু খুব কম কথাসাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ রচনার কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রতিবাদ এত ধারাবাহিক ও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, যতটা দেখা যায় জহির রায়হানের ক্ষেত্রে (Khan, 2012)। সমালোচকেরা প্রায়ই মন্তব্য করেছেন, ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা না থাকলে তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তা এই রূপে বিকশিত হওয়া কঠিন ছিল (Tanjim Chetona, 2020)।

জহির রায়হানের গল্প পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি "নিরপদ" বা সম্পূর্ণ "অরাজনীতিক" সাহিত্যকর্মের দিকে ঝুঁকেননি। নগর মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত টানাপোড়েন, প্রেম, বিবাহ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি তাঁর কাছে কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; এগুলো রাষ্ট্রের দমননীতি ও শ্রেণিসংকটের প্রতিফলন। ফলে প্রতিটি আত্মগত সংকটও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই অর্থ খুঁজে পায় (Raihan, 1955, 1969)।

১.১ পর্যালোচনার পরিধি ও পদ্ধতি

এটি একটি রিভিউ নিবন্ধ, যেখানে মূলত টেক্সটুয়াল অ্যানালাইসিস পদ্ধতিতে জহির রায়হানের নির্বাচিত গল্প ও প্রাসঙ্গিক উপন্যাস/চলচ্চিত্র পুনঃপাঠ করা হয়েছে। বিদ্যমান রচনাবলি, সমালোচনা, বিশ্বকোষ ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর রাজনৈতিক গল্পধারাকে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতার ভিতরে স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে (Bahar, 2019; Khan, 2012; Wikipedia contributors, 2025)।

২. ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি

ভাষা আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবি হলেও এর অন্তর্নিহিত ছিল ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন। একদিকে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি নাগরিকের ভাষা, পরিচয় ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে অস্বীকার এই দ্বন্দ্বকে অনেক গবেষক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছেন (Kabir, 2023)।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা, দমননীতি এবং সামরিক শাসন বাংলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। সমকালীন লেখালেখিতে সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশবিরোধী চিন্তার প্রভাব, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সংহতি এবং শোষণবিরোধী মানবতাবাদের সুর স্পষ্ট (Khan, 2012)।

রাজনৈতিক সাহিত্য বিশ্লেষণে এখানে দুটি তাত্ত্বিক ধারণা কার্যকর:

- **প্রতিরোধের ন্যারেটিভ (narratives of resistance):** যেখানে শাসক ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ সামনে আসে।
- **সাবঅল্টার্ন ইতিহাস:** যেখানে শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নারী ও প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাই মূল ফোকাস।

জহির রায়হানের গল্পে রাষ্ট্রশক্তি কখনো পুলিশ–সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র প্রশাসন, কখনো আবার মধ্যবিত্তের ভীরু ও সুবিধাবাদী মানসিকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রতিরোধ গড়ে ওঠে ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ পরিবারের নিস্তরঙ্গ জীবনের ভেতর থেকে—যা সাবঅল্টার্ন ন্যারেটিভের দৃষ্টিকোণ থেকেও পাঠযোগ্য (Raihan, 1955; Raihan, 1969)।

৩. লেখক পরিচয় ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া জহির রায়হানের শৈশব কাটে কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরে; এর ফলে রাজনৈতিক–সাংস্কৃতিক অস্থিরতার বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব অল্প বয়সেই অর্জিত হয় (Khan, 2012)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হওয়া প্রথম মিছিলে গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত (Kabir, 2023; Tanjim Chetona, 2020)।

সাহিত্যজীবনের সূচনা ছোটগল্প দিয়ে। প্রথম গল্পগ্রন্থ *সূর্যগ্রহণ* (১৯৫৫)-এ মধ্যবিত্তের জীবনসংকটের পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতার ছায়া স্পষ্ট (Raihan, 1955)। পরবর্তীকালে '*শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)',*

'আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)', 'হাজার বছর ধরে' 'এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ইত্যাদি উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন, গ্রামীণ সমাজ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রেম ও প্রতিবাদের আন্তঃসম্পর্ক নির্মিত হয় (Raihan, 1960, 1969, 1970)।

সাহিত্যিক পরিচয়ের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রকার হিসেবে পরিচিত। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে কলকাতা বসে *'স্টপ জেনোসাইড'* ও 'A State Is Born' প্রভৃতি ডকুমেন্টারি নির্মাণ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট প্রমাণ (Raihan, 1971; Khan, 2012)।

৪. ভাষা আন্দোলনের গল্প: "একুশের গল্প"

৪.১ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও অনুপ্রেরণা

সমালোচকদের অভিমত, জহির রায়হানের অধিকাংশ সাহিত্যেই ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি প্রত্যক্ষ বা প্রতীকি আকারে উপস্থিত (Kabir, 2023; Tanjim Chetona, 2020)। ছোটগল্প "একুশের গল্প" এ ধারার অন্যতম মাইলফলক। এটি কেবল ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার বর্ণনা নয়; বরং ভাষা শহীদের স্মৃতি, পরবর্তী প্রজন্মের অপরাধবোধ এবং রাষ্ট্রের দমননীতিকে কেন্দ্রে রেখে এক ধরনের রাজনৈতিক–অস্তিত্ববাদী প্রশ্ন উত্থাপন করে (Bahar, 2019)।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বলছে, শান্তিপূর্ণ ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলি এবং তরুণদের শহীদ হওয়ার ঘটনা পরবর্তী দশকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে (Kabir, 2023)। "একুশের গল্প"-এ এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতার ভেতর দিয়ে—বন্ধুত্ব, যৌবনের স্বপ্ন, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা পরস্পরে জড়িয়ে যায় (Bahar, 2019)।

৪.২ টপু, রেণু, রাহাত: ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র টপু; তার সংসারে আছে মা ও স্ত্রী রেণু। টপু, রাহাত ও "আমি"–এই তিন বন্ধুর ডরমিটরি-জীবনে আমরা এক ধরনের স্বাভাবিক যুবক জীবনযাপন দেখতে পাই পড়াশোনা, আড্ডা, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে স্বপ্ন ইত্যাদি (Bahar, 2019)। রাজনীতি প্রথমে আসে বাহ্যিক ঘটনায় মাঠে মিছিল, প্ল্যাকার্ড, গুলিবিদ্ধ তরুণদের রক্তমাখা জামা। এই দৃশ্য টপুর নৈতিক চেতনাকে আলোড়িত করে; স্ত্রী ও মায়ের কান্না, বন্ধুদের দ্বিধা সত্ত্বেও সে মিছিলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে ভাষার অধিকারের প্রশ্ন তার কাছে কেবল রাজনৈতিক দাবি নয়, মানবিক ও নৈতিক দায়িত্বের অংশ (Bahar, 2019; Tanjim Chetona, 2020)।

রেণুর চরিত্র এই দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তোলে। একদিকে স্বামী হারানোর ভয়, অন্যদিকে টপুর মৃত্যুর পর তাঁর পুনর্বিবাহ এ দুইয়ের মধ্যে লেখক একটি মানবিক ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। নারীর সীমাবদ্ধতা ও বেঁচে থাকার বাস্তবতা এখানে সমব্যথী দৃষ্টিতে উপস্থাপিত; রেণুকে কোনোভাবেই "বেইমান" বা "রাষ্ট্রবিরোধী" চরিত্র হিসেবে দাঁড় করানো হয় না, বরং পিতৃতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার ভেতরে বন্দী এক সাধারণ নারীর অবস্থান সামনে আসে (Tanjim Chetona, 2020)।

৪.৩ শহীদের কঙ্কাল ও রাজনৈতিক স্মৃতি

গল্পের ক্লাইম্যাক্সে কয়েক বছর পর মেডিকেলের অ্যানাটমি ক্লাসে ব্যবহৃত একটি নামহীন কঙ্কালের মধ্যে টপুর কঙ্কাল শনাক্ত হওয়ার দৃশ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (Bahar, 2019)। কপালের গুলির চিহ্ন এবং পায়ের হাড়ে অসমতা থেকে বন্ধুরা অনুমান করে এটাই টপু।

এই রূপক দৃশ্য থেকে তিন স্তরের রাজনৈতিক অর্থ পড়া যায়:

১. **রাষ্ট্রের সহিংসতা ও দখলদারিত্ব:** শহীদের দেহও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে; তার পরিচয় মুছে তাকে "লার্নিং অবজেক্ট"-এ পরিণত করা এক প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক নির্মমতা।
২. **মেমরি ও গিল্ট:** বন্ধুরা যে অপরাধবোধে ভোগে তারা বেঁচে গেছে, টপু শহীদ হয়েছে এটি পরবর্তী প্রজন্মের নৈতিক দায় ও স্মৃতির রাজনীতিকে সামনে আনে।
৩. **মৃতদেহের রাজনৈতিক পুনর্জন্ম:** অ্যানাটমি-ল্যাবে টপুর কঙ্কাল নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে ওঠে; ব্যক্তিগত মৃত্যু সমষ্টিগত জাতীয় স্মৃতির অংশ হয়ে যায়।

এইভাবে "একুশের গল্প" ব্যক্তিগত ক্ষতি ও জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করে, যা একাধারে মর্মস্পর্শী এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (Bahar, 2019; Kabir, 2023)।

৫. গল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও রাষ্ট্ররাজনীতি

বাংলাদেশি সাহিত্যসমালোচনা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছে যে জহির রায়হানের গল্প মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত (Khan, 2012)। এই শ্রেণির প্রাণভোমরা হলো ভাড়া বাসা, অনিশ্চিত চাকরি, সামাজিক মর্যাদা রক্ষার চাপ, ক্ষুদ্র

দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এক ধরনের দ্বৈত মনোভাব।

সূর্যগ্রহণ গ্রন্থের একাধিক গল্পে দেখা যায় বেকারত্ব, গৃহস্থালি অনটন, প্রেমে ব্যর্থতা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি ঘটনাবলির পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর নৃশংসতা (Raihan, 1955)। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের সময় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উন্নয়নের বৈষম্য, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে ভঙ্গুর করে তোলে (Khan, 2012)।

"পোস্টার", "ম্যাসাকার" ও "কয়েকটি সংলাপ" গল্পে রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষের অসহায় ক্ষোভে এক ধরনের গোপন প্রতিরোধ লক্ষ করা যায়। দেয়ালে রাজনীতিকদের বিশাল পোস্টার সাঁটানো শ্রমিকের ভিতরে যে দ্বিধা, লজ্জা ও প্রশ্ন জাগে সে কি নিজের শ্রম দিয়ে শোষকের ক্ষমতা সুদৃঢ় করছে, নাকি প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করছে এ দ্বৈততাই মূলত মধ্যবিত্ত/শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক অবস্থানকে জটিল করে তোলে (Raihan, 1955, 1969)।

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, জহির রায়হান শুধু রাষ্ট্রকে নয়, নিজের শ্রেণিকেও সমালোচনার আওতায় এনেছেন। নিরাপত্তার লোভে শাসকের প্রতি আনুগত্য এবং বোধের স্তরে শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা এই দ্বৈততার ভেতর থেকেই তাঁর গল্পে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জন্ম নেয়।

৬. ১৯৬০-এর দশক থেকে মুক্তিযুদ্ধ: সহিংসতার পূর্বাভাস

ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দাবিকে দমনে আরও কঠোর হয়। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এই ধারাবাহিক সংকট সমকালীন সাহিত্যে এক ধরনের 'আসন্ন বিস্ফোরণ'-এর আবহ তৈরি করে (Khan, 2012)।

"ম্যাসাকার" গল্পে আমরা দেখি রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এক পর্যায়ে গণহত্যার রূপ নিচ্ছে রক্তাক্ত শরীর, গুলিবিদ্ধ মানুষ, জ্বলে যাওয়া গ্রাম, শরণার্থী হওয়ার বাস্তবতা বারবার ফিরে আসে। এই ইমেজগুলো পরবর্তীকালে তাঁর ডকুমেন্টারি *Stop Genocide*-এ আরও স্পষ্ট ও বাস্তবচিত্রে রূপ পায় (Raihan, 1971)। বলা যায়, ৬০-এর দশকের গল্পগুলোতে ভবিষ্যৎ মুক্তিযুদ্ধের সহিংস বাস্তবতার একটি সাহিত্যিক পূর্বাভাস উপস্থিত।

চরিত্ররা সরাসরি "মুক্তিযুদ্ধ" শব্দটি উচ্চারণ না করেও তাঁদের কথাবার্তা, ভয়, গুজব, কারফিউ ও গ্রেফতারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠককে বোঝাতে থাকে যে তারা এক বৃহৎ রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭.মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গল্প ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক

মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হান মূলত চলচ্চিত্রমাধ্যমে বেশি সক্রিয় ছিলেন। কলকাতায় অবস্থান করে তিনি *Stop Genocide* (1971) এর মতো ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেন, যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, শরণার্থীর দুর্দশা এবং গেরিলা সংগ্রামের চিত্র তীব্র ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে (Raihan, 1971)।

ডকুমেন্টারিতে 'ফাউন্ড ফুটেজ', শরণার্থী ক্যাম্প ও যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তব ছবি, নাৎসি জার্মানি ও পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর চিত্রের সমান্তরাল ব্যবহার সবকিছু মিলিয়ে এক ধরনের ভিজ্যুয়াল রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে (Khan, 2012)। এই ভিজ্যুয়াল কৌশল অনেকাংশে তাঁর গল্পে ব্যবহৃত প্রতীকী কৌশলেরই বিস্তার। "একুশের গল্প"-এর টপুর কঙ্কাল যেমন স্মৃতি ও রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতীক, ঠিক তেমনি *Stop Genocide*-এর মৃতদেহের স্তূপ ও ধ্বংসস্তূপ বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিযোগপত্র হিসেবে কাজ করে।

ফলে মুক্তিযুদ্ধকালীন চলচ্চিত্রকর্মকে তাঁর পূর্ববর্তী গল্পধারার একটি পরিণত রূপ হিসেবে দেখা যায় মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিবাদের নৈতিক অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।

৮. রাজনৈতিক প্রতিবাদের নন্দনধারা

জহির রায়হানের গল্পে রাজনৈতিক প্রতিবাদ কেবল বক্তব্য বা স্লোগান নয়; এটি গড়ে ওঠে বিশেষ কিছু নান্দনিক কৌশলের ভেতর দিয়ে।

৮.১ বাস্তবতার ঘনত্ব

বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ ও পরিবেশ নির্মাণ তাঁর গল্পের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মেডিকেল ছাত্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত কর্মচারী, বেকার তরুণ, গৃহবধূ, শ্রমিক এদের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম অনুভবের ভেতরেই রাজনৈতিক ঘটনা ঢুকে পড়ে। ফলে গুলি, গ্রেফতার বা কারফিউ কখনো "বহিরাগত" ঘটনা হিসেবে নয়, বরং জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ভাঙার শক্তি হিসেবে ধরা পড়ে (Raihan, 1955, 1969)।

৮.২ প্রতীক ও রূপক

"একুশের গল্প"-এর কঙ্কাল, "ম্যাসাকার"-এর রক্তাক্ত নদী, "পোস্টার"-এর দেয়ালজুড়ে রাজনৈতিক ছবি, এবং *Jibon theke neya* চলচ্চিত্রের বড় আপার চাবির গোছা সবই শক্তিশালী প্রতীক (Raihan, 1955, 1970)। এগুলো সরাসরি রাজনৈতিক তর্ক না করে শোষণ ও প্রতিরোধের সম্পর্ককে রূপকের মাধ্যমে সামনে আনে।

৮.৩ ব্যঙ্গ ও আত্মসমালোচনা

জহির রায়হান কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার সমালোচনাতেই থেমে থাকেন না; তিনি নিজের শ্রেণি মধ্যবিত্তের ভীরুতা, সুবিধাবাদ ও দ্বিচারিতাকেও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন (Khan, 2012)। "রাজনীতি করলে চাকরি যাবে", "শান্তিতে থাকতে চাই" এ ধরনের উক্তি তাঁর চরিত্রদের মুখে বারবার ফিরে আসে, যা পাঠককে আত্মসমালোচনার দিকে ঠেলে দেয়।

৮.৪ মানবিক সংবেদন

তাঁর রাজনৈতিক প্রতিবাদের শক্তি শেষ পর্যন্ত মানবিক সংবেদনে নিহিত। টপুর মৃত্যু, মায়ের ক্রন্দন, রেণুর মানসিক টানাপোড়েন, শরণার্থী শিশুর ক্ষুধা, বেকার তরুণের আত্মসম্মানবোধ এসব মানবিক অনুভব থেকেই তিনি রাজনীতির প্রশ্নে পৌঁছান (Bahar, 2019; Raihan, 1955)। ফলে তাঁর গল্প কখনোই নিতান্ত প্রোপাগান্ডামূলক হয়ে ওঠে না; বরং এক গভীর মানবতাবাদী অবস্থান নির্মাণ করে।

৯. ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ: ধারাবাহিক প্রতিবাদের মানচিত্র

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জহির রায়হানের গল্পভুবনে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি ধারাবাহিক মানচিত্র অঙ্কন করা যায়—

১. **ভাষা আন্দোলন:** "একুশের গল্প" ও "একুশে ফেব্রুয়ারি" -এ ভাষার অধিকারের সংগ্রাম, শহীদের আত্মত্যাগ এবং ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা নির্মিত (Bahar, 2019; Raihan, 1970)।
২. **ষাটের দশকের সংকট:** সামরিক শাসন, গ্রেফতার, সেন্সরশিপ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনৈতিক দমননীতি বিভিন্ন গল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত (Raihan, 1969; Khan, 2012)।
৩. **মুক্তিযুদ্ধের দিকে অগ্রসরতা:** "ম্যাসাকার" ধরনের টেক্সটে গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গ্রাম পোড়ানো ও শরণার্থী হবার যে চিত্র উঠে আসে, তা ১৯৭১ সালের বাস্তবতার সাহিত্যিক পূর্বধ্বনি (Raihan, 1955, 1971)।
৪. **মুক্তিযুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র:** *Stop Genocide* ও অনুরূপ ডকুমেন্টারিতে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা সরাসরি হাজির হয়, যা তাঁর আগের গল্পগুলোর রাজনৈতিক নৈতিকতাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দৃশ্যমান করে (Raihan, 1971)।

এভাবে তাঁর সৃজনজীবনকে একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক যাত্রা হিসেবে পড়া যায়—ভাষা আন্দোলনের ছাত্র থেকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রযোদ্ধা, আর একই সঙ্গে ভাষা ও স্বাধীনতার গল্পকার।

১০. উপসংহার

এই পর্যালোচনামূলক আলোচনায় দেখা গেল, জহির রায়হানের গল্পে রাজনৈতিক প্রতিবাদ কেবল ঘটনাবর্ণনা নয়; বরং ভাষা, শ্রেণি, স্মৃতি ও সহিংসতার জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাস। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, নগর মধ্যবিত্তের দ্বৈততা, সামরিক শাসনের নিপীড়ন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা—সবকিছুই তাঁর গল্পে ব্যক্তিগত জীবনকথার সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিতভাবে বোনা হয়েছে (Raihan, 1955, 1969, 1971; Khan, 2012)।

"একুশের গল্প"-এ শহীদের কঙ্কাল জাতীয় মেমরির প্রতীক, "ম্যাসাকার"-এ রাষ্ট্রীয় সহিংসতা মানবিক বোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, "পোস্টার"-এ মধ্যবিত্তের ভয় ও সুবিধাবাদের ভেতর থেকেও প্রতিবাদের সম্ভাবনা উঁকি দেয়। ফলে তাঁর গল্প আমাদের শিখিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক প্রতিবাদ শুধুমাত্র রাস্তার মিছিল ও স্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের স্বপ্ন, সম্পর্ক, দুঃস্বপ্ন ও স্মৃতির ভিতরেও গড়ে ওঠে।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বোঝার জন্য জহির রায়হানের গল্প তাই এক ধরনের সমান্তরাল ইতিহাস, যেখানে বড় রাজনীতির পাশাপাশি টপু, রেণু, রাহাতদের মতো 'ছোট মানুষ'ই প্রকৃত নায়ক। তাঁদের হাসি, অশ্রু, ভয়, দ্বিধা ও সাহস আমাদের জাতীয় মুক্তির মানবিক মুখচ্ছবি নির্মাণ করে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় তাঁর কম আলোচিত গল্পগুলোর সঙ্গে সমকালীন অন্য লেখকদের রাজনৈতিক টেক্সটের তুলনামূলক পাঠ এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

[১]. Bahar, N. S. (2019, February 21). *The story of the 21st*. The Daily Star. (Translation of Zahir Raihan's "Ekusher Galpa").
[২]. Kabir, M. A. (2023, February 21). *Remembering the Bangla language movement through literature*. The Daily Star.

[৩]. Khan, A. S. (2012). Raihan, Zahir. In S. Islam & A. A. Jamal (Eds.), *Banglapedia: National encyclopedia of Bangladesh*. Dhaka, Bangladesh: Asiatic Society of Bangladesh.

[৪]. Raihan, Z. (1955). *Suryagrahan* [Short story collection]. Dhaka, Bangladesh.

[৫]. Raihan, Z. (1960). *Shesh bikeler meye* [Novel]. Dhaka, Bangladesh: Khan Brothers & Co.

[৬]. Raihan, Z. (1969). *Arek phalgun* [Novel]. Dhaka, Bangladesh: Khan Brothers & Co.

[৭]. Raihan, Z. (1970). *Jibon theke neya* [Motion picture]. Dhaka, Bangladesh.

[৮]. Raihan, Z. (1971). *Stop genocide* [Documentary film]. Bangladesh Chalachitra Shilpi-O-Kushali Swahayak Samity.

[৯]. Tanjim Chetona, R. (2020, February 23). জহির রায়হান এবং একুশের গল্প. *Roar বাংলা.*

[১০]. Wikipedia contributors. (2025, May 10). *Zahir Raihan*. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. (Retrieved October 30, 2025).